ভ্যালেন্টাইন ডে প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য ঈদের একটি দিন। ভালোবাসার চিরায়ত বহিঃপ্রকাশের এই দিনটি পশ্চিমা সংস্কৃতিতে উদযাপনের ইতিহাস শত শত বছরের। আমাদের দেশে দিবসটি পালনের চর্চা বেশি দিনের না হলেও তরুণ প্রজন্মের কাছে এর আলাদা টান রয়েছে। তারা আয়োজন করে নানা রকম অনুষ্ঠান। গঠিত হয়েছে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উদযাপন পরিষদ। 'যৌতুক নয় ভালোবাসায় জীবন গড়ি'র মতো স্লোগান থাকে প্রতি বছর। এ ধরনের স্লোগানের মাধ্যমে বাংলাদেশে ভালোবাসা দিবস হয়ে উঠেছে জীবনমুখী... লিখেছেন **মাসুদ রুমী**

এসো ভালোবাসি প্রতিদিন

ভালোবাসা জীবনের অন্যতম অনুষঙ্গ। ভালোবাসা পবিত্র। ভালোবাসা বিশুদ্ধ। একটুকরো ভাললাগা ও বিশ্বাস থেকে জন্ম হয় ভালোবাসার। বাংলাদেশে ধর্মীয় ও সংস্কৃতিগত কারণে ভালোবাসাবাসি হয় নিভৃতে ও গোপনে। ভালোবাসার জন্য একটু নিরিবিলি পরিবেশের অভাব। প্রকাশ্যে ভালোবাসার ঘনিষ্ঠতা নিষেধ। একটি ছেলে ও মেয়ের ঘনিষ্ঠতার নান্দনিক প্রকাশ টিভি ও ফিল্মের পর্দায় যতটুকু সহনীয় তার অর্ধেকও নয় আমাদের বাস্তব জীবনে। তারপরও থেমে নেই প্রেম, ভালোবাসা।

যেভাবে ভ্যালেন্টাইন ডে'র শুরু

ভ্যালেন্টাইন ডে'র ইতিহাস নিয়ে নানা ধরনের কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। যতদূর জানা যায়, একজন রোমান পাদ্রী ছিলেন, যার নাম ভ্যালেন্টাইন। তিনি পেশায় চিকিৎসক। সে সময় রোমানদের মধ্যে দেব-দেবীর পূজা করার বিষয়টি ছিল মুখ্য। তারা খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী ছিল না। কিন্তু ভ্যালেন্টাইন সেখানে খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার শুরু করেন এবং দেব-দেবী পূজার বিরোধিতা করেন। এতে তৎকালীন রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস ক্ষিপ্ত হন। এরপরের ইতিহাস খুবই মর্মান্তিক।

ভ্যালেন্টাইন কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতীরা ভ্যালেন্টাইনকে দেখার জন্য আসতো এবং জেলখানার জানালা দিয়ে ভালোবাসা জানিয়ে চিঠি ও ফুল দিত। অনেকে প্রেম-ভালোবাসার প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থার কথা জানাতো। এ সময় তিনি জেলারের অন্ধ মেয়ের চিকিৎসা করে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। এতে মেয়েটির সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। মৃত্যুদন্ডের ঠিক আগের মুহূর্তে ভ্যালেন্টাইন জেলারের কাছ থেকে এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিয়ে

রোমান্স ম্যাথমেটিক

স্মার্ট পুরুষ + স্মার্ট নারী = রোমান্স
স্মার্ট পুরুষ + বোকা নারী = অ্যাফেয়ার
বোকা পুরুষ + স্মার্ট নারী = বিয়ে
বোকা পুরুষ + বোকা নারী = প্রেগনেন্সি

মেয়েটির উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা , কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির শেষে লেখা ছিল-'Love from your Valentine' বলা হয় ২৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ভালোবাসার এই হৃদয়ছোঁয়া অমর ঘটনাকে স্মরণ করে রাখার জন্য পোপ প্রথম জুলিয়াস ৪৯৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ ফেব্রুয়ারিকে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন ডে হিসেবে ঘোষণা করেন।

ভ্যালেন্টাইন ডে নিয়ে অপর একটি কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। রোমে তৃতীয় শতকে রাজত্ব করতেন সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস। তিনি মানুষকে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে বলে আইন জারি করেন। আইন করে তিনি ভালোবাসার পথকে রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। অনেক লোকই পরিবার-পরিজন ছেড়ে যুদ্ধে যেতে নারাজ। সম্রাটের মাথায় এক অদ্ভুত চিন্তা ভর করলো। যদি যুবকদের বিয়ে করা ঠেকানো যায় তাহলে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে আর কারো অসম্মতি থাকবে না। ভাবনা অনুযায়ী প্রজ্ঞাপন জারী করলেন- কাউকে বিয়ে করতে দেওয়া হবে না। রোমান সম্রাট যুদ্ধের জন্য ভালো সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যুবকদের বিয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলে সে সময় ভ্যালেন্টাইন নামের এক যুবক সম্রাটের আদেশ অমান্য করে ভালবেসে এক যুবতীকে বিয়ে করেন। তিনি শুধু নিজে বিয়ে করেই থেমে থাকেননি, গোপনে প্রণয় আবদ্ধ যুবক-যুবতীদের বিবাহকার্যও চালিয়ে যেতে থাকেন। ফলে ক্লডিয়াস ভ্যালেন্টাইনের উপর

ভ্যালেন্টাইন : রেকর্ড

● শেক্সপীয়রের 'রোমিও এন্ড জুলিয়েট'র প্রেক্ষাপট ছিল ইতালির ছোট্ট একটি শহর ভেরেনা। এই শহরে রোমিও জুলিয়েটের ভালোবাসার শেষ দিনগুলো কেটেছে। ভ্যালেন্টাইন ডে'তে প্রতিবছর রোমিও জুলিয়েটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লাখ লাখ কার্ড জমা পড়ে ভেরেনাতে।

● অষ্টাদশ শতাব্দীতে রিচার্ড ক্যাটবুরি ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে প্রথম ক্যান্ডিবক্স বাজারে ছাড়েন।

● থাইল্যান্ডের পাতায়া সমুদ্র সৈকত ভ্যালেন্টাইন ডে উদযাপনের পরিচিত জন্য দুনিয়া জোড়া। ১৪ ফেব্রুয়ারিতে এখানে যুগলদের মধ্যে এক অভিনব প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। স্বামী-স্ত্রীতে জড়িয়ে ধরে থাকার এক অভিনব প্রতিযোগিতা হয়। যারা দীর্ঘ সময় জড়িয়ে ধরে থাকতে পারবে তারাই হবে বিজয়ী।

● ভ্যালেন্টাইন ডে'তে কার্ড, ফুল ও চকলেটের পরই সর্বাধিক বিক্রিত উপহার সামগ্রী হচ্ছে অর্ন্তবাস।

● ১৪১৫ সালে অরলিয়ান্সের ডিউক চার্লস কর্তৃক তার স্ত্রীকে প্রেরিত কার্ডটি ছিল সবচেয়ে প্রাচীনতম ভ্যালেন্টাইন কার্ড। সে সময় চার্লস বন্দী ছিলেন টাওয়ার অব লন্ডনে। কার্ডটি আজও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে।

● ভ্যালেন্টাইন ডে'তে মেয়েরা সবচেয়ে বেশি চকলেট ক্রয় করে। শতকরা ৭৫ শতাংশ চকলেট মেয়েরাই ক্রয় করে। ১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি চকলেট এদিন বিক্রি হয়।

ভা লো বা সা র শ রী রী ভা ষা

■ কথা না বলেও অনেক কথা বলা হয়ে যায় শরীরের ভাষার মাধ্যমে। জীবনের এমন কিছু ক্ষেত্র আছে যখন চুপ করে থাকতে হয়। তাই বলে কি মানুষের ভাব বিনিময় থেমে থাকে? নিশ্চয় না। ধরুন আপনার লাইফ পার্টনার নির্বাচন করতে চান ভ্যালেন্টাইন ডে'তে। কিন্তু সে আপনাকে পছন্দ করছে কিনা বা আপনার প্রতি আকৃষ্ট কিনা তা সরাসরি না জানালেও বুঝতে পারবেন যদি প্রেমের শরীরী ভাষা জানেন। মেয়েদের ক্ষেত্রে কথায় প্রেমের বহিঃপ্রকাশ না ঘটিয়ে শরীরী ভাষায় আকর্ষণকে বুঝিয়ে দেবার প্রবণতাটা বেশি। জেনে নিন প্রেমের ক্ষেত্রে দরকার কিছু শরীরী ভাষা-

■ আপনার পছন্দের মানুষটি যদি অন্যের সাথে কথা বলতে বলতে আপনার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে বার বার তাকিয়ে থাকে, তাহলে বুঝবেন তিনি আপনার বন্ধুত্ব বা আলাপ করতে ইচ্ছুক।

■ আপনার প্রস্তাবে আগ্রহ বা সম্মতি আছে কিনা তা জানতে পারেন আপনার সঙ্গী বা সঙ্গীনির বসার ভঙ্গি দেখে। যদি তিনি আপনার বক্তব্যে আগ্রহী হন তাহলে সামনে ঝুঁকে হাঁটুর উপর কনুই রেখে শুনতে থাকেন। টেবিলে হলে গালে হাত রেখে বা রিলাক্স-এর সাথে আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকবেন। আগ্রহ না থাকলে সোজা হয়ে বসবেন। অন্য কোন চিন্তা করার ভঙ্গি অথবা সরাসরি অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবেন।

■ কারো সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ কোনভাবে তার হাতে হাত পড়ে গেলে তিনি যদি চমকে ওঠেন এবং হাত সরাতে দেরি করেন তাহলে তার ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পায় এবং বোঝা যায় সে আপনার প্রতি দুর্বল।

■ বিয়ে বাড়ি কিংবা পার্টিতে, সেই লোকটি কিংবা মেয়েটি কারণে অকারণে আপনাকে ফলো করছে কিংবা বার বার আপনার চোখাচোখি হচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে সে আপনার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী।

■ কোন কোন নারী পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য হাত পা নড়িয়ে ও উচ্ছলতার সাথে মনের ভাব প্রকাশ করে। এটা এক্সিনিষ্ট মনের শরীরী অভিব্যক্তি।

■ ধরুন আপনি তার অপরিচিত। আপনাকে দেখে হাসার অর্থ দুটি হতে পারে-এক, ভুল করে বা আপনার মধ্যে হাসির কিছু দেখে হাসতে পারে। দুই, উনি হেসে বুঝিয়ে দিলেন আপনার প্রতি সে ইতিবাচক। যদি দ্বিতীয়টি মনে হয় তাহলে পুনরায় ফলো করুন বার বার হাসছে কিনা।

■ কোন নারী যদি চোখ নামিয়ে রেখেও আড়চোখে চুরি করে আপনাকে দেখতে থাকে তাহলে এটা প্রেমের পূর্বাভাস।

■ যারা একাধিক নারী কিংবা পুরুষে অভ্যস্ত, আবেগের মাত্রা অনুযায়ী তাদের চোখের মণি সংকুচিত বা উত্তেজিত হয় না। স্থির থাকে।

■ বিশেষ মুহূর্তে মনে যৌন বাসনা আছে কিনা তা বুঝতে হলে চোখের মণির দিকে খেয়াল রাখুন। চোখের মণি সাধারণত বড় বড় হয়ে যায় এবং ঘন ঘন নড়াচড়া করতে থাকে যদি সে কামোত্তেজিত হয়।

■ প্রেমের ক্ষেত্রে চুম্বন শরীরী ভাষার সবচেয়ে উপযোগী বাক্য। টিনেজদের মধ্যে এই শব্দটির প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। শত ব্যস্ততার মাঝেও সে আপনাকে চুম্বন দিয়ে ভালোবাসার জানান দেয়।

ভীষণ ক্ষেপে যান। এক সময় ভ্যালেন্টাইন সম্রাটের সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। সম্রাট তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন।

যদিও ভ্যালেন্টাইন ডে'কে ঘিরে মুখে মুখে ফেরা এসব ঘটনার কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু সারা বিশ্বের প্রেমিক-প্রেমিকারা এই দিনের মর্মার্থ লালন করে গভীর আগ্রহে, আন্তরিকতায় ও আবেগের সাথে। এ দিনের মর্মার্থ: দু'জন দু'জনকে একান্তে পাওয়ার ইচ্ছা শক্তিকে তীব্র করে তোলা।

হৃদয়ের এপিঠ-ওপিঠ

ভালোবাসা ও আবেগের অধিষ্ঠানই হলো 'হৃদয়'। ভ্যালেন্টাইন ডে'র সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক খুবই গভীর। ভালোবাসা তো হৃদয়েরই সম্পদ। আমাদের সব ভালোবাসা ও অনুভূতির উৎস হৃদয়। 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কেহ'-এই অনবদ্য রবীন্দ্রনাথের গানটি হৃদয়ের অভিব্যক্তিকে রোমান্টিকভাবে তুলে ধরেছে। মনের ভাললাগা, মন্দলাগা, ভাবনার আদান-প্রদানের মাধ্যমে হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। হৃদয়ের অবস্থান হৃৎপিন্ডের অভ্যন্তরে ধরে নেয়া হয় বলে ভালোবাসার সার্বজনীন প্রতীক হিসেবে হৃদয় আকৃতি আজও ব্যবহৃত হচ্ছে।

কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতে হৃদয়ের জয়গান গাওয়া হয়েছে। হৃদয় কখনও আবেগে-উচ্ছ্বাসে ও বিশালতায় পরিপূর্ণ, আবার কখনও ভেঙে চুরমার।

ভালোবাসার প্রতীক : কিউপিড

তীর-ধনুক আর তীরবিদ্ধ হৃদয়ধারী ডানাওয়ালা বালক কিউপিডকে কেউ কেউ আবার ভালোবাসার দেবতাও বলে থাকেন। কিউপিডের হাতের তীর ভালোবাসার কামনা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশ। এ তীর যার উপর বিদ্ধ হয় সেই প্রেমে পড়ে বলে বিশ্বাস করা হয়।

ভ্যালেন্টাইনস ডে'তে প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিউপিডের ছবি। কার্ডে, ব্রেসলেটে বা যে কোন গিফট আইটেমে সব জায়গায় কিউপিডের ছবি ব্যবহারের ধুম পড়ে যায়। আসলে কিউপিড কে? ভালোবাসার সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রতীক হচ্ছে কিউপিড। দুষ্টুমিতে ভরপুর এক বালক হিসেবে কিউপিড পরিচিত। প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে কিউপিড খুবই প্রিয়। গ্রীক পুরাণে কিউপিড ইরোস নামে পরিচিত। ভালোবাসা ও সৌন্দর্যের দেবতা আফ্রোদিতির ছেলে ইরোস। রোমান পুরাণ অনুযায়ী ভালোবাসার দেবতা কিউপিড। তার মা ভেনাস। রোমান পুরানে কিউপিড ও তার প্রেমিকা সাইকি সম্পর্কে বেশ মজার কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। সাইকি ছিলেন পরমা সুন্দরী। কিউপিডের মা ভেনাস সাইকির সৌন্দর্যে ঈর্ষান্বিত হতেন। তিনি সাইকিকে মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। তাই ভেনাস সাইকিকে উচিত শিক্ষা দিতে কিউপিডকে পাঠায়। কিন্তু কিউপিড সাইকিকে দেখে তার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে পড়েন। সাইকিকে হত্যা করার পরিবর্তে কিউপিড সাইকির প্রেমে পড়ে যান। এক পর্যায়ে সাইকিকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু বিপত্তি হয় অন্যখানে। মানুষ না হওয়ায় সাইকি কিউপিডকে দেখতে পাচ্ছিলেন না । কেননা দেবতারা সবসময় দৃশ্যমান নয়। কিউপিডকে না দেখেও ভালই যাচ্ছিল দিনগুলো। বোনের প্ররোচনায় সাইকি যখন কিউপিডকে দেখে ফেলে তখনই তার কপালে সর্বনাশ নেমে আসে। তাদের ভালোবাসা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। সে সাইকিকে ছেড়ে যায়। তাদের বাগানবাড়ি ও প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যায়। কিউপিডের প্রতি সাইকির অগাধ ভালোবাসা দেখে দেবতারা তাকে দেবী বানিয়ে দেয়। সাইকি ও কিউপিডের গভীর প্রেম ও ভালোবাসার প্রতীকী অর্থ বহন করে কিউপিড।

একুশ শতকের ভালোবাসা : সাইবার প্রেম

একুশ শতকে ভালোবাসার জন্য আছে আরেক দুনিয়া। তার নাম সাইবার লাভ। ঘরে বসে কিংবা সাইবার ক্যাফেতে ইন্টারনেটে ই-মেইল করা, চ্যাটিং করার বিষয়টি এখন নিত্তনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। রসকসহীন, স্থুল, প্রেম প্রেম খেলায় বিশ্বাসী প্রজন্মের এ এক নতুন খেলা। এ খেলায় উত্তেজনা আছে, ভুলের সম্ভাবনা আছে।

যে কোন সাইবার ক্যাফেতে গেলেই দেখা যায় তরুণদের ভিড়। সবাই লাইন দিয়ে বসে আছে কখন পিসি ফ্রি হবে। অধিকাংশ সাইবার ক্যাফেতেই চিপস, কোমল পানীয়, কফি ও অন্যান্য ফাস্টফুড আইটেমের ব্যবস্থা থাকে। চ্যাট করতে করতে কেউ কফি খাচ্ছে, কেউবা চিপ ||Pe‡"Q। এভাবেই কেটে যাচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা। কারও কানে হেডফোন ফিস ফিস করে কথা বলছে, কেউ আবার গুন গুন করে গানও গাইছে। আবার কারও হেড ফোনে আপত্তি। তাদের আঙ্গুল দ্রুত খেলছে কি-বোর্ডে। ইয়াহু, এমএসএন ম্যাসেঞ্জারের মতো ছোট ছোট চ্যাটিং বক্সে ভরে যাচ্ছে মনিটর। আসছে বার্তা -

- এইট্টিন। ফিমেল। ক্যালিফোর্নিয়া।
- টুয়েন্টি ফাইভ। মেইল। ঢাকা।
- ইন্টারেস্ট?

চলছে এরকম অবিরাম ডায়লগ বিনিময়। পরস্পরের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। চেহারা দেখার ইচ্ছে হলে ছবি আপলোড ডাইনলোড করা যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ নিজেকে সম্পূর্ণ আড়াল করে নিজের পরিচয় গোপন করে চুটিয়ে প্রেম করে যাচ্ছে নেটে। দু'প্রান্তের দু'টি কম্পিউটার হয়ে উঠেছে দুই হৃদয়ের বার্তা বাহক। কোন অপেক্ষার বালাই নেই। চিঠির মতো দেরি নেই। তবে এই বৈদ্যুতিক চিঠি চালাচালিরও একটা নেশা আছে। শিক্ষিত আধুনিক তরুণ-তরুণীরা আজকাল এই নতুন নেশার পাল্লায় পড়েছে। মাত্রাতিরিক্ত এই নেশা রূপ নেয় মানসিক রোগে। সাইবার ম্যানিয়া, ইন্টারনেট এডিকশন ডিজঅর্ডার-এর মতো মানসিক রোগগুলোর শিকার n‡"Q আমাদের আধুনিক প্রজন্ম। প্রযুক্তি প্রভাবিত আধুনিক মানুষের এটাই আধুনিকতম ও জটিল অসুখ।

চ্যাটিং-এর জন্য কিছু দেশী সাইট

www.bangladesh.cc
www.banglavasha.com
www.webbangladesh.com
www.banglacafe.com
www.bdchat.com
www.amadercoffeehouse.com
www.banglahouse.com
www.addaghar.com
www.e-mela.com
www.bdyouth.org
www.bangladeshinfo.om/chat